সরকারকরণের পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

● **১৫.৬.২. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা (Role of Reserve Bank of India) ঃ** দেশের আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ় করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করতে, আর্থিক ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে এবং আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি দেশের জনসাধারণের আস্থা স্থাপনের জন্য ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। 1773 সালে বাংলার গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস (WARREN HASTINGS) সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই সময়ই তিনি সরকারকে **জেনারেল ব্যাঙ্ক ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার** (General Bank in Bengal and Bihar) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার বিষয়টিতে গুরুত্ব না দেওয়ায় সুপারিশটি কার্যকর হয়নি। 1927 সালে ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ে **রয়্যাল কমিশন অন ইন্ডিয়ান কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স** (Royal Commission on Indian Currency and Finance) [যেটি হিল্টন ইয়ং (Hilton Young) কমিশন নামে পরিচিত] ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইন সভায় একটি বিল পেশ করা হয়, কিন্তু মূলত সাংবিধানিক অসুবিধার জন্য সেটি বাতিল হয়। 1931 সালে **দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারি কমিটি** (The Central Banking Enquiry Committee) গঠিত হয়। এই কমিটি দ্রুত ভারতীয়

Scanned with CamScanner

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন। 1933 সালে জর্জ সুশ্চার (Schuster) এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে একটি নতুন বিল আইন সভায় পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। 1934 সালে এই বিলটি আইনে পরিণত হয়, যার নাম দেওয়া হয় **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, 1934** (Reserve Bank of India Act 1934 : RBI Act 1934)। এই আইনটি 1935 সালের 1লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয় এবং **1935 সালের 1লা এপ্রিল স্থাপিত হয় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India)**। প্রতিষ্ঠাকালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক। এই সময় থেকেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে আসছে। স্বাধীনতার পর আর্থিক ও ঋণ-সংক্রান্ত নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য **1949 সালের 1লা জানুয়ারি এটি জাতীয়করণ করা হয়।** এই সময় থেকেই স্বাধীন ভারত সরকারের আর্থিক নীতি রূপায়ণ করার দায়িত্ব ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকার বিভিন্ন দিক এই অংশে পর্যালোচনা করা হল।

❖ ১৫.৬.২.১. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of the Reserve Bank of India) : 1935 সালের 1লা এপ্রিল স্থাপিত হয় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। প্রতিষ্ঠাকালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছিল বেসরকারি ব্যাঙ্ক। 1949 সালের 1লা জানুয়ারি এটির জাতীয়করণ করা হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূলত দুটি বিভাগ বর্তমান। একটি হল **নোট প্রচলন বিভাগ** (Issue Department) এবং দ্বিতীয়টি হল **ব্যাঙ্ক বিষয়ক পরিচালনা ও উন্নয়ন বিভাগ** (Department of Banking Operation and Development); প্রথম বিভাগটির দায়িত্ব হল নোট প্রচলন সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয় বিভাগটির দায়িত্ব হল ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ পরিচালনা ও উন্নয়নের। এই দুটি বিভাগ ছাড়াও ছিল কৃষি-ঋণ সম্পর্কে গবেষণা, কৃষি-ঋণ প্রদান এবং কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিচার বিবেচনা করার জন্য একটি আলাদা **কৃষি-ঋণদান বিভাগ** (Agricultural Credit Department)। 1982 সালে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক (National Bank for Agriculture and Rural Development : NABARD) স্থাপনের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণদান বিভাগের যাবতীয় কাজ নাবার্ডকে প্রদান করে এই বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়।

1993 সালের ডিসেম্বর মাসে আবার **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তত্ত্বাবধান বিভাগ (Department of Supervision)** নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করে। এই বিভাগের কাজ হল তপশিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিভাগের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজের তত্ত্বাবধানও এই নতুন বিভাগের উপর আছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সমস্ত কার্যাবলী** সম্পাদন করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) নোট প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতা (Monopoly Power of Issue Notes) : অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় এক টাকার কাগজী মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কাগজী মুদ্রা প্রচলনের অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নোট প্রচলন বিভাগ থেকে প্রচলন করে। এক টাকার কাগজী মুদ্রা ও সমস্ত ধরনের ধাতব মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব আছে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের উপর। বর্তমানে এক টাকার কাগজী মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন অঙ্কের নোটের আয়তন ও অন্যান্য গঠন প্রণালী নির্ধারণ করে থাকে। বর্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে নোট প্রচলন পদ্ধতির প্রচলন আছে সেটি 1957 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী আইনে লিপিবদ্ধ আছে। এই আইন অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 115 কোটি টাকার স্বর্ণ এবং 85 কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা রেখে অর্থাৎ 200 কোটি টাকা ন্যূনতম হিসাবে জমা রেখে যে কোনো পরিমাণ নোট ছাপাতে পারে। এই সংশোধনী আইনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে কেবলমাত্র 115 কোটি টাকার স্বর্ণ জমা রেখেই অর্থাৎ কোনো বৈদেশিক মুদ্রা জমা না রেখেই নোট ছাপাতে পারে। নোট ছাপানোর এই পদ্ধতি **সর্বনিম্ন সংরক্ষিত পদ্ধতি** (Minimum Reserve System) নামে পরিচিত।

(২) অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার (Banker of Other Banks) : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিজের কাছে জমা রাখে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ জমা রাখে তাকে বলা হয় **নগদ জমার অনুপাত (Cash Reserve Ratio)**। এই নগদ জমার অনুপাতের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

Scanned with CamScanner

এছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিল পুনর্বাট্টা করে আর্থিক সাহায্য এবং অনুমোদিত নিরাপত্তাপত্রের বিনিময়ে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করে। এই কারণেই **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হল শেষ বিপদের পরিত্রাতা**। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দৈনিক লেনদেনের বা দেনা-পাওনার হিসাবে নিষ্পত্তি হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে এই হিসাবের নিষ্পত্তি হয় তাকে **নিকাশী ঘর (Clearing House)** বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিকাশী ঘরের তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন, ব্যাঙ্কের নতুন শাখা স্থাপন, ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ, ব্যাঙ্কের শাখা অফিস বন্ধের সিদ্ধান্ত, ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে।

(৩) **সরকারের ব্যাঙ্ক (Banker of the Government)** : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের (জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া) ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত রকমের কাজ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা থাকে এবং সরকারের হয়ে এই অর্থ ব্যয় করে। সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ হল সরকারি ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা, সরকারি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে সরকারকে ঋণপ্রদান করা। সরকারের পরামর্শে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের তরফে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সরকারের হয়ে করে থাকে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সহায়তা, উপদেশ ও পরামর্শ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে প্রদান করে। সরকারের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে সেই ব্যবধান দূর করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অগ্রিম উপায় ও উপকরণ (Ways and Means Advances) দিয়ে সরকারকে সাহায্য করে।

(৪) **ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit Control)** : ভারতের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাজারে ঋণ দিয়ে থাকে যেটি অনেক সময় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাম্য হয় না। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) **বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ (Determination of Exchange Rate of Rupee with Other Foreign Currency)** : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ এবং ঐ বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কাজ সম্পাদন করে। এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (IMF) সহ আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যান্য আর্থিক সংস্থা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আর্থিক সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে থাকে।

(৬) **অনুসন্ধান ও সমীক্ষা (Enquaries and Survey)** : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান ও সমীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত মাসিক বুলেটিন (Monthly Bulletin), বাৎসরিক রিপোর্ট (Annual Report) ও অন্যান্য প্রতিবেদন সরকারের নীতি নির্ধারণসহ উদ্যোক্তা ও গবেষকদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

(৭) **উন্নয়নমূলক কাজ (Development Function)** : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার চিরাচরিত কাজ (Traditional Function) ছাড়াও কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি প্রসারে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সাহায্যের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন **শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের প্রয়োজন** মেটানোর জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (IFCI), ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICICI), ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। **কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য** 1982 সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধানের সুপারিশ করতো। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 1982 সালে স্থাপন করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষি ও

Scanned with CamScanner

গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক (NABARD)। **বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে** ঋণ সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে স্থাপিত হয় আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক (EXIM Bank)। এছাড়া **আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1988 সালে প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক (National Housing Bank)। জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ককে সাহায্য করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে একটি জাতীয় আবাসন ঋণ (দীর্ঘ-মেয়াদী) তহবিল [National Housing Credit (Long Term Operation) Fund]।

(৮) **তত্ত্বাবধানের কাজ (Supervisioning Function) :** ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই তত্ত্বাবধানের কাজ আরও ব্যাপকভাবে সম্পাদন করার জন্য 1994 সালের 1লা জানুয়ারি থেকে তত্ত্বাবধান বিভাগ (Supervisory Department) সৃষ্টি করে। এই বিভাগ তপশিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধান ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলীও তত্ত্বাবধান করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের পরিধি বহুমুখী। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যর্থতা কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে। যেমন 1960-এর দশক থেকে শুরু হওয়া অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি, শেয়ার বাজারে বিশাল কেলেঙ্কারী ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায়, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজস্ব দক্ষতায় ভারতের অর্থের বাজারকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত করেছে। যেমন বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে সাফল্য এসেছে, শেয়ার বাজারের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরে আসছে। এছাড়া উন্নয়নমূলক ও তত্ত্বাবধানের কাজেও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই বলা যায়, **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গতানুগতিক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নয়, এর অতিরিক্ত কিছু।**

❖ **১৫.৬.২.২. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (Monetary Policy of the Reserve Bank of India) :** অর্থের যোগান ও অর্থ ব্যবহারের ব্যয় বা সুদের হার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই হল আর্থিক নীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আর্থিক নীতি বাস্তবায়িত করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। তাই বলা যায়, দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক অর্থ সংক্রান্ত নীতিই হল **আর্থিক নীতি**।

পরিকল্পনাকালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির প্রধান রূপ হল **নিয়ন্ত্রণশীল সম্প্রসারণ** (Controlled Expansion)। এই নিয়ন্ত্রণশীল সম্প্রসারণ নীতির মূল লক্ষ্য হল দুটি। একটি হল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং অপরটি হল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ করা। স্বাধীনতার পর ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে এবং বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার অর্থনীতিতে টাকার যোগান বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাও প্রখর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই দুই কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা ও ঋণ পাওয়া সহজ ও সুলভ করে তোলে, আবার একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করতে টাকা ও ঋণ পাওয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্লভ করে তোলে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিয়ন্ত্রণশীল সম্প্রসারণের কাজ কী পরিমাণ কার্যকর করতে পেরেছে তা আলোচনা করা হল :

প্রথমে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের **ঋণ সম্প্রসারণ নীতি** সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সরবরাহ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1957 সালে নোট প্রচলন আইনের সংশোধন করে। এই আইন অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 115 কোটি টাকার স্বর্ণ এবং 85 কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা অর্থাৎ 200 কোটি টাকা ন্যূনতম হিসাবে জমা রেখে যে কোনো পরিমাণ নোট ছাপাতে পারে। এই সংশোধনী আইনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে কেবলমাত্র 115 কোটি টাকার স্বর্ণ জমা রেখেই যে-কোনো পরিমাণ নোট ছাপাতে পারে।

(২) 1947 সাল থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রপ্তানি বিলগুলিকে বিল বাজার পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসে, যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানিকারকদের অধিক মাত্রায় ঋণ দিতে পারে। 1963 সালের মার্চ মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি রপ্তানি বিল পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে রপ্তানিকারীদের বিল উপস্থিত হলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ অগ্রিম দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। এইভাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বেশি অর্থ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

Scanned with CamScanner

(৩) অর্থনীতির কোনো কোনো ক্ষেত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধাদানের নীতির মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। যেমন সমবায় সমিতি ও ক্ষুদ্র শিল্প এই বিশেষ সুবিধা প্রদানের নীতি অনুসারে সুবিধা পেয়েছে। নতুন নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এই সুবিধা আরও উদার করা হয়েছে।

(৪) 1965 সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের বিচারমূলক উদারীকরণনীতি অনুসরণ করে চলছে। এই নীতির ফলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে।

(৫) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1970 সালের একটি নতুন বিল বাজার পরিকল্পনা অনুসারে দেশের তপশিলি ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের সুবিধা দিয়ে থাকে।

(৬) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের মাধ্যমে বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা বিভিন্ন সময়ে করেছে। প্রকৃত অর্থে ব্যাঙ্ক রেট হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার। ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায়, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য 1991 সাল থেকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তার ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করে চলেছে। যেমন 1991 সালের অক্টোবর মাসে ব্যাঙ্ক রেট ছিল 12 শতাংশ, 1998 সালের মার্চ মাসে হয় 10·5 শতাংশ। 1998 সালের এপ্রিল মাসে হয় 9 শতাংশ, 1999 সালের এপ্রিল মাসে 8 শতাংশ, 2002 সালের অক্টোবর মাসে 6·25 শতাংশ। এই রেট আরও হ্রাস পেয়ে 2006 সালে হয় 6 শতাংশ। 2014 সালে এই হার হয় কিন্তু 9 শতাংশ, 2015 সালে এই হার 8·75 শতাংশ, 2016 সালে 6·75 শতাংশ এবং 2017 সালে 6·25 শতাংশ হয়।

(৭) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আবশ্যিক ও আইনসিদ্ধভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। এই অনুপাতকে বলা হয় **নগদ জমার অনুপাত** (CRR)। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার পরিমাণ হ্রাস করে ঋণের যোগান বৃদ্ধি করে। যেমন 1998 সালের নভেম্বর মাসে নগদ জমার অনুপাত ছিল 10·5 শতাংশ, 2004 সালের জানুয়ারি মাসে হয় 4·5 শতাংশ। 2005 সালে এই হার 5 শতাংশ। 2010 সালে এপ্রিল মাসে এই হার 6 শতাংশ করা হয়। 2012 সালের অক্টোবর মাসে এই হার হয় 4·25 শতাংশ এবং 2013 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই হার হয় 4 শতাংশ। 2017 সালের অক্টোবর মাসেও এই হার হয় 4 শতাংশ।

(৮) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত (SLR) প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়। বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাতের পরিমাণ হ্রাস করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের যোগান বৃদ্ধি করে। যেমন 1994 সালের অক্টোবরে বিধিবদ্ধ নগদ জমার অনুপাত ছিল 31·50 শতাংশ। 1997 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই হার হয় 25 শতাংশ। 2012 সালের জানুয়ারি মাসে এই হার হয় 24·0 শতাংশ। কিন্তু 2014 সালের আগস্ট মাসে এই হার হয় 22 শতাংশ। 2015 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 21·50 শতাংশ, 2016 সালের অক্টোবর মাসে 20·75 শতাংশ এবং 2017 সালের জুন মাসে 20 শতাংশ হয় এবং 2017 সালের অক্টোবর মাসে 19·5 শতাংশ হয়।

ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ প্রসারের নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (1956-61) পরিকল্পনার সময় থেকে মূল্যস্তর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দামস্তর আয়ত্তে রাখার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে।

পরিকল্পনাকালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ সংকোচনের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

(১) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস বা ঋণ সংকোচনের চেষ্টা করেছে। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় (প্রথম শ্রেণীর বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির জন্য কম অর্থ পায়) এবং ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পায়। তাই দেখা যায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য 1951 সাল থেকে 1991 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় ক্রমাগতভাবে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করেছে। যেমন 1951 সালে রেট ছিল 3·5 শতাংশ, 1963 সালে 4·5 শতাংশ, 1971 সালে 6 শতাংশ, 1981 সালে 10 শতাংশ, 1991 সালের অক্টোবর মাসে 12 শতাংশ। কিন্তু 2006 সালে ব্যাঙ্ক রেট হল 6 শতাংশ এবং 2013 সালে এই হার হয় 8·75 শতাংশ এবং 2014 সালে 9 শতাংশ, 2015 সালে কিন্তু 8·75 শতাংশ, 2016 সালে 6·75 শতাংশ এবং 2017 সালে 6·25 শতাংশ হয়।

Scanned with CamScanner

(২) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নগদ জমার অনুপাত (CRR)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঋণের যোগান হ্রাসের চেষ্টা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছে। নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে বাজারে ঋণের সংকোচন ঘটে। 1962 সাল থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে ঋণ সংকোচনের চেষ্টা করেছে। যেমন 1962 সালে নগদ জমার অনুপাত ছিল 3 শতাংশ, 1973 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই হার হয় 6 শতাংশ, 1981 সালের মে মাসে 7 শতাংশ, 1984 সালে 9 শতাংশ, 1988 সালের জুলাই মাসে 11 শতাংশ, 1989 সালের জুলাই মাসে 15 শতাংশ। 2005 সালে কিন্তু নগদ জমার অনুপাত 5 শতাংশ। 2009 সালে 5 শতাংশ, 2010 সালে ফেব্রুয়ারি মাসের 13 তারিখে 5·50 শতাংশ এবং 27 তারিখে 5·75 শতাংশ এবং এপ্রিল মাসে 6 শতাংশ হয়। কিন্তু 2012 সালের অক্টোবর মাসে এই হার হয় 4·25 শতাংশ, 2013 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই হার হয় 4 শতাংশ এবং 2017 সালের অক্টোবর মাসেও এই হার হয় 4 শতাংশ।

(৩) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাতের (SLR) পরিমাণ বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের যোগান হ্রাস করে। যেমন 1962 সালে বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত ছিল 25 শতাংশ। এই অনুপাত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করে 1965 সালে 30 শতাংশ এবং 1973 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 40 শতাংশ করা হয়। 1994 সাল পর্যন্ত এই অনুপাত 31·5 শতাংশ থেকে 39 শতাংশের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু 2012 সালের জানুয়ারি মাসে এই হার হয় 24·0 শতাংশ। 2013 সালের জুন মাসে এই হার হয় 22·5 শতাংশ এবং 2014 সালের আগস্ট মাসে এই হার হয় 22 শতাংশ এবং 2015 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 21·5 শতাংশ হয়। 2016 সালের অক্টোবর মাসে 20·25 শতাংশ ও 2017 সালের জুন মাসে 20 শতাংশ হয় এবং 2017 সালের অক্টোবর মাসে 19·5 শতাংশ হয়।

(৪) নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্লাব প্রথা ব্যবহার করে থাকে। ঋণের বিভিন্ন পরিমাণের জন্য সুদের হার আদায় করার এই নীতি অনুসারে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার নির্দিষ্ট কোটার বেশি ঋণ নিতে চাইলে বেশি সুদ দিতে হয়। ফলে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পায়।

(৫) অর্থ ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 1956 সাল থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাপক ব্যবহার করছে। নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ন্যূনতম জামিনের পরিমাণ স্থির করা, বৈষম্যমূলক সুদের হার ইত্যাদি। যেমন 1963 সালের এপ্রিল মাসে মজুত চিনির বিরুদ্ধে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে 45 শতাংশ ন্যূনতম জামিনের পরিমাণ স্থির করার মাধ্যমে এই খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। তৈলবীজ ও ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 1990 সালের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে দুবার 15 শতাংশ করে ন্যূনতম জামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৬) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **ঋণ অনুমোদন প্রকল্প** (Credit Authorisation Scheme)-র মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে কোনো ঋণ গ্রহীতাকে যথেচ্ছ পরিমাণ ঋণ দিতে না পারে সেইজন্য ঋণ প্রদানের একটি সীমা এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থির করে দেওয়া হয়। যেমন 1986 সালে এই সীমা ছিল 6 কোটি টাকা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণের নিয়ন্ত্রণশীল সম্প্রসারণের নীতি বজায় রেখেই 2003-2004 সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়— ভারতের অর্থের বাজারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের মাধ্যমে আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। 2003-2004 সালের আর্থিক নীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের দিক হল গত আর্থিক বৎসরের 81,000 কোটি টাকার অতিরিক্ত নগদ সম্পদের যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণ।

2005-06 সালের বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল ঃ (i) বিনিয়োগ ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের সম্প্রসারণ এবং দামের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। (ii) এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুদের হার কাঠামোয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ দামের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। (iii) মুদ্রাস্ফীতি বা দামের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ফলে উদ্ভূত সমস্যার জরুরি মোকাবিলা করা। এই সমস্ত নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দামের স্থিতাবস্থা কিন্তু বজায় থাকছে না।

Scanned with CamScanner

2006-07 সালের বাৎসরিক নীতির প্রতিবেদন অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল : (i) অর্থ ও সুদের হার সংক্রান্ত পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা যাতে সেটি দামের স্থিতিশীলতাসহ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টি হলেই দ্রুত এবং সঠিক সময়ে সেটি মোকাবিলা করা, (ii) সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অর্থনীতিতে রপ্তানি ও বিনিয়োগের চাহিদা সংক্রান্ত বিষয় মোকাবিলা করার জন্য আর্থিক বাজার ও ঋণের গুণগত মান উন্নত করা। (iii) উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2007-08 সালের আর্থিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈদেশিক মুদ্রার আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরীণ তরলতার পরিমাণ হ্রাস।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2008-09 সালের আর্থিক নীতির মূল বিষয় হল আন্তর্জাতিক সমস্যার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। এই কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, আর্থিক তরলতা সংক্রান্ত কোনো বাধা অর্থনীতিতে যাতে না থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ঋণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য ঋণ সম্প্রসারণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2009-10 সালের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল যুক্তিযুক্ত সুদের হারে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে দৃঢ় উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং দাম ও আর্থিক স্থিতাবস্থা অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক সংকট থেকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2010-11 সালের আর্থিক নীতি তিনটি বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়।

(১) যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃত আর্থিক নীতির হার ঋণাত্মক হয়েছিল সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করা হবে।

(২) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি যাতে অর্থনীতির উপর সর্বগ্রাসী প্রভাব ফেলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

(৩) আর্থিক নীতিকে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করা হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ঋণের অনিশ্চয়তাসহ আর্থিক তরলতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2011-12 সালের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল নিয়ন্ত্রণশীল সম্প্রসারণ নীতির দুটি মূল উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করা। একটি হল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং অপরটি হল মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধমূলক আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2013-14 সালের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল বিনিময় বাজারে (exchange market) স্থিতিশীলতা অর্জন। 2016 সালের নভেম্বর মাসে মুদ্রা অবৈধকরণ (Demonitisation) এবং 2017 সালের জুলাই মাসে দ্রব্য ও সেবা কর (GST) প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 2016 ও 2017 সালের আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্য হল উন্নয়নের উদ্দেশ্য সামনে রেখে দামস্তরের স্থিতিশীলতা।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Monetary

Scanned with CamScanner